দৈনিক বাংলা

তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 FEB 1987

পৃষ্ঠা ৫ কলাম

018

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৯৩ : ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্তকরণ সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্তপ্রস্তাব, দলমত নির্বিশেষে সকল সদস্যের সম্মতিতে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। এ খবর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল মহলে আশার সঞ্চার করবে। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান আনীত প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমরা শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি চাই না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে শান্তিময় স্থিতিশীল পরিবেশ চাই। সংসদনেতার বক্তব্যে অভিভাবককুল, বিদ্যার্থী সমাজ, শিক্ষক এবং প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকের মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। অস্ত্রের ঝনঝনা নয়, নয় শোকাবহ রক্তক্ষরণ—শিক্ষাঙ্গনে চাই বিকাশের অনুকূল শান্ত সুন্দর পরিবেশ এ দাবী দীর্ঘদিনের।

শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার মূলে কাজ করছে নানা কারণ। এর প্রধান হচ্ছে অস্ত্রের আমদানী। বিস্তারিত পর্যালোচনায় না গিয়েই বলা চলে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনাই শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। কার্যত শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক অস্ত্রের হুমকি উপেক্ষা করে পঠন-পাঠনে ফিরে যেতে পারেন না। ভীত-সন্ত্রস্ত অভিভাবক সমাজ এমন একটা সুদিনের প্রত্যাশায় বসে,—যেদিন এ অশুভ পরিস্থিতির অবসান হবে, হিংসামুক্ত শিক্ষাঙ্গন ফিরে যাবে পবিত্র অবস্থানে।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের উপস্থিতিজাত সমস্যা নিরসনের কথা অতীতেও অনেকবার উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু লক্ষ্যের পথে বাস্তব অগ্রগতি কিছুই ঘটেনি। বলা ভালো ঘটতে পারেনি। এই না পারার প্রধান কারণ সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ক্ষমতাকেন্দ্রের মতভেদ। সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সে মতভেদের নিরসন ঘটালো এমন আশা করা অযৌক্তিক নয়। এর প্রেক্ষিতে আমরা আশা করবো, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রের কলুষমুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং ব্যবস্থা যা নেয়া হবে তাতেও থাকবে সকলের সক্রিয় সমর্থন। বস্তুত, শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান হিংসা এমন জটিল শিকড় বিস্তার করেছে যে এর মূলোৎপাটন এককভাবে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এজন্যেই এযাবৎ গৃহীত প্রতিটি উদ্যোগ গোটাকয়েক অস্ত্র উদ্ধারে সমাপ্তি পেয়েছে এবং সেই উদ্ধারকৃত অস্ত্রের শূন্যস্থান পূরণেও কখনো বিলম্ব ঘটেনি।

সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তপ্রস্তাব যদি, এ সমস্যা সমাধানের পথ রচনা করতে পারে এবং জাতি হিসাবে যা আমাদের পারতেই হবে, কেবল শিক্ষাঙ্গনের তৎসমস্যা নিরসনেই সহায়ক ভূমিকা নেবে না বরং সমাজে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও রাখবে মূল্যবান অবদান। অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের এই নব উজ্জীবিত স্বপ্ন সফল হোক।